

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
শৃঙ্খলা শাখা

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪১.২০- ২৪০

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৭
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব মো: হেলালউদ্দীন (পিতা-মৃত সৈয়দ আলী প্রামানিক), প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া পদোন্নতি প্রাপ্তির পর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে অধ্যক্ষ পদে লোক নিয়োগের জন্য অবগতিপত্র প্রেরণ না করে উক্ত বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট গোপন করে নিজেই অবমুক্তি পত্র দাখিল এবং যোগদানপত্র গ্রহণ করে সুকৌশলে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন;

যেহেতু, আপনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাষকের কক্ষ থেকে এয়ারকন্ডিশনার খুলে অধ্যক্ষের বাসভবনে স্থানান্তর করেন;

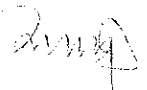
যেহেতু, আপনি কলেজে ভর্তির ৮(আট) নং শর্ত ভঙ্গ করে কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক সরকারি চাকুরীতে যোগদান করার তথ্য গোপন করেন;

যেহেতু, আপনি সরকারি অনুমতি ছাড়াই বগুড়া নার্সিং কলেজের ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মসজিদে দানের নামে জোরপূর্বক চাঁদা উত্তোলন করেন;

যেহেতু, আপনি অধীনস্থ শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণ করেন এবং আপনার এরূপ কর্মকাণ্ডে বগুড়া নার্সিং কলেজ, এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। চাকুরীর শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও আচরণ বিধিমালার পরিপন্থি। আপনার এহেন কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত যা উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, আপনাকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। উক্ত অভিযোগের দায়ে কেন আপনাকে উল্লিখিত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' দণ্ড প্রদান করা হবে না বা উপরোক্ত বিধিমালার আওতায় অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না, সে সম্পর্কে আপনার লিখিত জবাব এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ বিষয়ে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করতে হবে। যে সকল অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার একটি বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।


(মোঃ আলী নূর)
সচিব

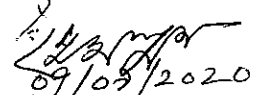
জনাব মো: হেলালউদ্দীন
পিতা-মৃত সৈয়দ আলী প্রামানিক
প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া

নং- ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪১.২০-২৪০

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৭
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, কলেজ অব নার্সিং (একাডেমিক ভবন), শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। (তথ্যটি রেজিষ্টার/কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
- ৩। পরিচালক (শিক্ষা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। সিভিল সার্জন, বগুড়া।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মুহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া।
- ৬। অধ্যক্ষ, বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া।
- ৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
- ৮। জেলা পাবলিক হেলথ নার্স, সিভিল সার্জন অফিস, বগুড়া।


০৭/০৯/২০২০
(উম্মে কুলসুম)
উপসচিব

ফোন: ৯৫৪৬৩৭৬
Email: disc1@mefwd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি, জনাব মো: হেলালউদ্দীন (পিতা-মৃত সৈয়দ আলী প্রামানিক), প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া পদোন্নতি প্রাপ্তির পর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে আপনি অধ্যক্ষ পদে লোক নিয়োগের জন্য অবগতি পত্র প্রেরণ না করে উক্ত বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট গোপন করে নিজেই অবমুক্তি পত্র দাখিল এবং যোগদানপত্র গ্রহণ করে সুকৌশলে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন;

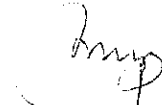
আপনি, ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাষকের কক্ষ থেকে এয়ারকন্ডিশনার খুলে অধ্যক্ষের বাসভবনে স্থানান্তর করেন;

আপনি, কলেজে ভর্তির ৮(আট) নং শর্ত ভঙ্গ করে কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক সরকারি চাকুরীতে যোগদান করার তথ্য গোপন করেন;

আপনি, সরকারি অনুমতি ছাড়াই বগুড়া নার্সিং কলেজের ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মসজিদে দানের নামে জোরপূর্বক চাঁদা উত্তোলন করেন;

আপনি, অধীনস্থ শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণ করেন এবং আপনার এরূপ কর্মকাণ্ডে বগুড়া নার্সিং কলেজ এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে;

আপনার, উপরোক্ত কার্যকলাপ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। চাকুরীর শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও আচরণ বিধিমালা পরিপন্থি আপনার এহেন কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত যা উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।


(মোঃ আলী নূর)
সচিব